দৈনিক ইনকিলাব

JUN 29 2002

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ❑ পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ গত মঙ্গলবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'গ্রুপের শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্ট প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। উভয় গ্রুপের শিক্ষকবৃন্দ প্রতিপক্ষ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভিসিকে নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেয়ায় ভিসি চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাহীনতায় দু'গ্রুপের তিন জন শিক্ষক ইবি থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছেন।

গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ক্লাবে বিভিন্ন অভিযোগে শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর সঙ্গে আল-হাদীস বিভাগের শিক্ষক কবির উদ্দিনের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রথমে বিএনপির একাংশ ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকবৃন্দ কবির উদ্দিনের সাথে সংঘটিত আচরণের জন্য বিএনপি সমর্থক অপর গ্রুপের শিক্ষক মতিনুর রহমান ও গিয়াসউদ্দিনকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে ভিসির নিকট জোর দাবী জানায়। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ তাদের সেক্রেটারী মতিনুর রহমানের সাথে সংঘটিত আচরণের প্রেক্ষিতে অনুরূপ দাবী জানিয়ে কবির উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভিসির নিকট দাবী জানায়। এছাড়া শিক্ষক সমিতি ও জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ গত (বৃহস্পতিবার) পৃথক পৃথক মিটিংয়ের মাধ্যমে উল্লেখিত দাবীসহ নতুন করে জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষক গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে ছাত্রদেরকে উসকে দেয়া ও জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগে হল প্রভোষ্ট আরশেদ আলী মাতব্বরের পদ থেকে অপসারণের জন্য ইবি প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছে। এ ধরনের পাল্টাপাল্টি দাবীর কারণে গতকাল বিকাল পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ফলে দু'গ্রুপের শিক্ষকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে দু'গ্রুপের মধ্যে সৃষ্ট ঘটনা জটিল আকার ধারণ করায় অনেক শিক্ষক ঘটনার মীমাংসার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।